তত্ত্বজ্ঞ ! মহারাজ নন্দ এমন কি শ্রেয়ঃ সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে পুত্রস্নেহের অতুলনীয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন ! শ্রীনন্দ মহারাজ হইতেও শ্রীযশোদার ভাগ্যও অতিশয় অধিক ; যেহেতু শ্রীহরি তাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। লোকশাস্ত্রবিখ্যাত পিতা-মাতা শ্রীবসুদেব-দেবকী পুত্রের এতাদৃশ বাল্যচরিত্র অনুভব করেন নাই। অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রমুখ মহানুভব আপনারা যে বাল্যলীলাসুধা পরম আবেশ-সহকারে গান করিতেছেন ; যাহা শ্রবণ করিলে বহির্ম্মুখজনেরও শ্রীভগবানে বহির্ম্মুখতা দোষ নিবৃত্ত হইয়া প্রীতির উদয় হইয়া থাকে।" এইপ্রকারে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর বিশুদ্ধ ভাবের প্রশংসা করিয়াছেন। নিখিলমুনিগণমুকুটমণি শ্রীশুকদেবও শ্রীল ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর ঐশ্বর্য্যগন্ধশূন্য বিশুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমই "এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রশংসা করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে শ্রীবসুদেব দেবকীকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীনারদও সাধকগণের প্রতি "দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ" ইত্যাদি ১১।৫।৪৩ শ্লোকে বলিয়াছিলেন—"হে শ্রীবসুদেব ! অন্যান্য ভাগবতগণ শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণরূপ ভাগবতধর্ম্মের দ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, তোমাদের সেইপ্রকার ভাগবতধর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের আবশ্যকতা নাই ; যেহেতু দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন, ভোজন প্রভৃতির দ্বারা অনবরত শ্রীকৃষ্ণে পুত্রস্নেহ করিতেছ যে তোমরা, সেই তোমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা সম্যক শোধিত হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই পুত্রস্নেহেই ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নিষ্পত্তি হইয়াছে।" শ্রীধরস্বামীপাদ টীকাতে এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ "মাপত্য-বুদ্ধিমকৃথাঃ" ইত্যাদি ১১।৫।৫১ শ্লোকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধি করিও না, এই স্থানেও পূর্ব্ববর্ণিত পুত্রস্নেহের অবিরোধই টীকাতে এইপ্রকার অবতারণা করিয়াছেন। যথা—যদি পুত্রস্নেহই মোক্ষহেতু হয়, তবে সকলেই মুক্ত হইবে ? তাহারই উত্তরে কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহাকে অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইলেও এবং তিনিও অপত্যভাবনার বশীভূত হইলেও, তাঁহার স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্য অধিকরূপেই আছে। অর্থাৎ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তিনিও তোমাদের পুত্রস্নেহের বশীভূত, তথাপি অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতাশক্তির মত শ্রীভগবানের অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। অতএব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদিময় স্নেহ মোক্ষহেতু দেহাভিমানী জীব সর্ব্বথা মায়াধীন বলিয়া পুত্রাদির প্রতি পুত্রস্নেহ প্রভৃতি মোক্ষহেতু না হইয়া, মায়াময় বন্ধনহেতুই হইয়া থাকে, অথবা